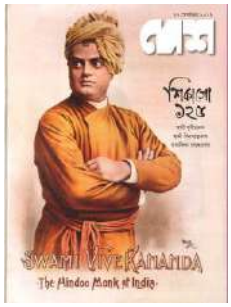

Desh
Bengali Leading Magazine
Issue: 17th September, 2018

অর্থনীতি

তেলের দাম বাড়লে পরে...

কী কারণে বেড়েই চলেছে পেট্রল-ডিজ়েলের দাম, এর জন্য দায়ী কারা বা কোন ব্যবস্থা— এই প্রশ্ন এখন সকলের।

অরিন্দম বণিক

পেট্রল এবং ডিজ়েলের মূল্যবৃদ্ধির ঢেউ এই মুহূর্তে সামলানো মুশকিলই হয়ে পড়েছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী একমাত্র কলকাতা ছাড়া তেল বিপণি কোম্পানিগুলো সবক'টি মেট্রো শহরে তেলের দাম বাড়িয়েছে। কলকাতায় এই মূল্য খানিকটা কমেছে মূলত রাজ্য সরকার প্রতি লিটারে আবগারি শুল্ক এক টাকা কমিয়েছে বলেই হয়তো। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং বলেছেন, 'এক টাকায় কী-ই বা আসে যায়'। এই মুহূর্তে মেট্রো শহরগুলোয় প্রতি লিটার হিসেবে পেট্রল এবং ডিজ়েলের মূল্যের অবস্থাটি কেমন? দিল্লিতে এখন পেট্রলের মূল্য ৮১ টাকা, মুম্বই ৮৮.৩৯ টাকা, চেন্নাই ৮৪.০৫ টাকা, কলকাতা ৮২.৮৭ টাকা। ডিজ়েলের মূল্য প্রতি লিটার হিসেবে দিল্লিতে ৭৩.০৮ টাকা, মুম্বই ৭৭.৫৮ টাকা, চেন্নাই ৭৭.২৫ টাকা এবং কলকাতায় ৭৪.৯৩ টাকা।

গত এক সপ্তাহে তেলের মূল্য বাড়েনি

পেট্রলের মূল্যবৃদ্ধির নেপথ্যে রাজনৈতিক প্রভাব দেখছেন অনেকেই

৫ সেপ্টেম্বর এবং ১২ সেপ্টেম্বর। এ ছাড়া এই মূল্য প্রায় প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে। তেল বিশেষজ্ঞদের মতে আমেরিকার ডলারের বিপরীতে ভারতীয় রুপির ক্রমবর্ধমান পতন, উচ্চ আবগারি শুল্ক এবং ব্যয়বহুল অপরিশোধিত তেলের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধিই ভারতীয় বাজারে তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রধান উৎস। বলে নেওয়া ভাল, ভারতে তেলের মূল্য নির্ধারিত হয়ে থাকে 'Dynamic pricing mechanism'-এর ভিত্তিতে।

অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাজারে গত পনেরো দিনে ডলারের ভিত্তিতে অপরিশোধিত তেলের গড় মূল্য হল এর প্রধান ভিত্তি। এই মূল্যকে বিদেশি মুদ্রার বিনিময় হার দিয়ে গুণ করলেই পাওয়া যায় ভারতীয় মূল্য। হিসেবটি কেমন হতে পারে? ধরুন, আজকের বাজারে এক ব্যারেল (অর্থাৎ ১৫৯ লিটার) অপরিশোধিত তেলের মূল্য ৫০৫৭ টাকা। পরিবহণ ব্যয়সহ অপরিশোধিত তেল পরিশোধিত তেলে রূপান্তর করতে ব্যয় হয় প্রতি লিটারে ৬ টাকা, তার মানে ১৫৯ লিটার, অর্থাৎ এক ব্যারেলের মূল্য ৬০১১ টাকা। প্রতি লিটারের মূল্য আজ হওয়া উচিত ৩৭.৮০ টাকা। এর পরের বিভিন্ন ধরনের শুল্কগুলো যথেষ্ট চমকপ্রদ। যেমন, ডলারের কমিশন, রাজ্যগুলোর নির্দিষ্ট কর বা শুল্ক, কেন্দ্রীয় সরকারের কর এবং কিছু আনুষঙ্গিক ব্যয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কথাই ধরুন। ডিজেলে ভ্যাট হল ১৭ শতাংশ, এর সঙ্গে রয়েছে ২০ শতাংশ সারচার্জ। পেট্রলে ভ্যাট ২৫ শতাংশ আর সারচার্জ ৩০ শতাংশ। এই সঙ্গে আবার সড়ক উন্নয়নের জন্য পেট্রলের ক্ষেত্রে লিটারপ্রতি এক টাকা উপকর (cess) হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। ভাবুন একবার! আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও এই মুহূর্তে উৎপাদনমূল্য প্রতি লিটারে হওয়া উচিত ৩৭.৮০ টাকা। আর সাধারণ মানুষকে সেই মূল্য গুণতে হচ্ছে প্রতি লিটারে ৮২ টাকা।

সম্ভবত মানুষের কথা ভেবে কিংবা ভোটের হিসেব নিরীক্ষা করে তিনটি রাজ্য যথাক্রমে রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ তেলের উপর ভ্যাটের হার কমিয়েছে। এ রাজ্যের ক্ষেত্রে একটু আগেই যেমন দেখানো হল যে, পশ্চিমবঙ্গে পেট্রলের ধার্য মূল্যের মধ্যে রয়েছে ভ্যাট, রয়েছে সারচার্জ। অনেকেই মনে করেন, এই দিকটা এখনই দেখা দরকার। কারণ, ডলারমূল্যে অপরিশোধিত তেলের মূল্য কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কেউ জানে না। মানুষ এমনিতেই মূল্যবৃদ্ধিজনিত অর্থনৈতিক চাপে যথেষ্ট দিশাহারা। রাজ্য সরকার এ দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না।

ডলারের বিপরীতে ভারতীয় মুদ্রার মূল্য কমছে কেন? ভারতের দৃষ্টিতে আমেরিকা হচ্ছে প্রধান রপ্তানিকারক দেশ। ট্রাম্প সরকার ভারত এবং চিনসহ অনেক ক্রম-উন্নতিশীল দেশগুলোর উপর বাণিজ্যিক বাধা (ট্রেড বেরিয়ার) সৃষ্টি করেছে। মূলত পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে। ফলে অন্যান্য দেশের মতোই ভারতেরও রপ্তানি যাচ্ছে কমে। স্বাভাবিকভাবেই চল বাড়ছে বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভের। এই সূত্র থেকে বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা পাচ্ছে ইন্ধন। সুতরাং তাদের এখন যাওয়ার পালা ভারত থেকে। অর্থাৎ, ডলার নিয়ে নিরাপদ স্থানে (পড়ুন, আমেরিকা) প্রত্যাবর্তন। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এর পরিণতি এখনও পরিষ্কার নয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মাঝে মাঝেই চেষ্টা করছে বাজারে হস্তক্ষেপ করে ডলার বিনিময়ের হার যথাযথ রাখতে। কিন্তু তাতেই-বা আর কতদিন? বলা বাহুল্য, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে সর্বসাকুল্যে আজ অবধি রিজার্ভের পরিমাণ ৪০৫ বিলিয়ন ডলার। প্রশ্ন, ডলারগুলো যাচ্ছে কোথায়? বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মুদ্রা প্রধানত বিনিয়োগ করা হচ্ছে অপরিশোধিত তেলের বাজারে। অর্থাৎ, তেলের মূল্য বাড়ছে এই কারণেই।

এতদিন তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো মুখ শুকিয়ে বসেছিল। এখন তারা আনন্দে আত্মহারা। তাদের জন্য এটা একটা বড় সুযোগ। আর আমরা? আমাদের নেতাদের দৌড়ঝাঁপ কমেছে। কিছুই তাঁরা করতে পারছেন না। আমরা বরং স্মরণে আনি সেই অতি-প্রচলিত প্রবাদ— কারও পৌষমাস, কারও সর্বনাশ!

প্রদত্ত পরিসংখ্যান এই লেখা প্রেসে যাওয়ার আগে পর্যন্ত।